অবিনাশ চন্দ্র দাস

(১৮৬৭ - ১৯৩৬)

অবিনাশ চন্দ্র দাস বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। বাঁকুড়া শহরের নূতনচটি এলাকায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী (বাং ৮ই ফাল্গুন ১২৭৩ সন) অবিনাশ চন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিচরণ দাস। মাতা দীনময়ী। অবিনাশ তাঁদের তৃতীয় পুত্র। পিতা হরিচরণ দাস স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হরিচরণ অন্যতম।

অবিনাশচন্দ্রের লেখাপড়ার সূচনা বাঁকুড়া শহরের বঙ্গবিদ্যালয়ে। আজন্ম সুহৃদ, ভারতপথিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই বিদ্যালয়ে বন্ধু হিসাবে লাভ করেন। অল্পকাল পরেই অবিনাশচন্দ্রকে পিতার কর্মস্থল রাঁচিতে চলে যেতে হয়। রাঁচির জেলা স্কুল থেকে অবিনাশচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ এ ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্ড ক্লাস ইংরেজী অনার্সসহ বি এ উত্তীর্ণ হন। এরপর, অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে এম এ ও আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে এম এ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এল অর্জন করেন। এই ছাত্রব্রত সমাপ্তির তিন দশক পরে ১৯২১ সালে ‘প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য পি-এইচ-ডি উপাধিতে ভূষিত হন।

কর্মজীবনের প্রথম দিকে শিক্ষা বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করলেও বেতন কম থাকার দরুন ও পিতার অনুমোদন না থাকায় ঐ চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে বাঁকুড়া আদালতে আইন ব্যবসায় যুক্ত হন। কিন্তু এই জীবিকাও মনের মত না হওয়ায় তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের জৈন ধর্মাবলম্বী নাবালক জমিদার বিজয় সিং দুধোরিয়ার অভিভাবক পদ গ্রহণ করেন ও পরে বিজয় সিং সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁর জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। দুধোরিয়ার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সেখান থেকে কলকাতায় আলিপুর আদালতে পুনরায় ওকালতি আরম্ভ করেন। এই পর্বে ৪ কলেজ রো-তে ‘স্বদেশ প্রিন্টিং প্রেস’ স্থাপন করেন। এর কিছুদিন পরে, বিজয় সিং দুধোরিয়া নিজ কর্মে অনুতপ্ত হইলে অবিনাশচন্দ্র তাঁহাকে স্নেহবশে ক্ষমা করেন ও বিজয় সিং-এর আবেদনক্রমে প্রতি মাসে আজিমগঞ্জে ৩/৪ দিন উপস্থিত থেকে জমিদারীর কাগজপত্র তৈরী করে দিতেন ও ঐ কর্ম ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে ছিলেন।

ইতিমধ্যে, তিনি শ্রীমৎ শ্যামাপ্রসন্ন পরমহংসের সান্নিধ্যলাভ করেন ও তাঁর কাছ থেকে বেদশাস্ত্র |

গন্ধবণিক মহাসভা - কলকাতার প্রস্তাবিত অন্তর্জালের বিষয়সূচি -

- গন্ধবণিক সম্প্রদায় ও সমাজ

- গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবী **-** মাতা গন্ধেশ্বরী **(**ছবি সমেত**)**
- শ্রী শ্রী গন্ধেশ্বরী দেবীর স্তোত্র
- কলিকাতাস্থ গন্ধবণিক মহাসভার প্রতিষ্ঠা

    ক) প্রতিষ্ঠার কারণসমূহ ও তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতি

    খ) প্রতিষ্ঠাতা গণ - তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ছবি

    গ) অন্যান্য ব্যক্তিত্ব যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন আর ও পরবর্তী সময়ে এটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন

- কলিকাতা মহাসভার যোগাযোগ মাধ্যম **:**

    ক) টেলিফোন - ল্যান্ড লাইন, মোবাইল

    খ) ই-মেল আই ডি

    গ) ওয়েব সাইট অ্যাড্রেস

- গন্ধবণিক মহাসভার বর্তমান কর্মকাণ্ড
- গন্ধবণিক মহাসভার অধীন শাখা সমিতি সমূহ ও সেখানকার ঠিকানা**,** পদাধিকারীগণ ও তাঁদের মোবাইল নম্বর।
- গন্ধবণিক মহাসভার প্রাক্তন কর্মকর্তাগণের তালিকা
- গন্ধবণিক মহাসভা অনুষ্ঠিত বিগত মহাসম্মেলন সমূহের তালিকা

More items are to be listed gradually.

File : Website Index